

## ঈমান বিধ্বংসী দশটি কারণ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইমান ভঙ্গের কারন এবং তার বিবরণ রচয়িতা/সঙ্কলকঃ খায়রুল ইসলাম বিন ইলিয়াস

## ১. الشرك في عبادة الله তথা আল্লাহর ইবাদতে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করা

- ك. الشرك في عبادة الله ১. والشرك في عبادة الله তথা আল্লাহর ইবাদতে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করা। আল্লাহর সাথে শিরক বিভিন্নভাবে হ'তে পারে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-
- (क) ইবাদত পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত সত্তা আল্লাহ তা'আলাকে না মেনে তাঁর সাথে আরো কাউকে যোগ্য বলে মনে করা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَدْحُوْرًا (আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির কর না। তাহ'লে নিন্দিত ও (আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে) বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' (বানী ইসরাঈল ৩৯)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَخْذُوْلًا 'আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। তাহ'লে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে' (বানী ইসরাঈল ২২)। তিনি আরো বলেন, তিন তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে' (বানী ইসরাঈল ২২)। তিনি আরো বলেন, 'যে কেউ আল্লাহর সাথে তুকু وُمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ जिन আরা হর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, যার কোন সনদ তার কাছে নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার নিকটে রয়েছে। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না' (মুমিনূন ১১৭)।

নবীদেরকেও এ ব্যপারে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ (হে নবী!) আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকবেন না। তাহ'লে আপনি শান্তিতে নিপতিত হবেন' (শু'আরা ২১৩)। উল্লেখিত আয়াতে নবী করীম (ছাঃ)-কে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে। অথচ নবীদের জাহান্নামী হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, যারা পীর, অলী-আওলিয়া বা কোন কবরবাসীকে ডাকে, তাদের ইবাদত করে, তারা ঈমান হারাবে এবং জাহান্নামী হবে। কারণ উক্ত কাজ স্পষ্ট শিরক। আর এ ধরনের শিরক মুমিনকে ঈমানহীন করে দেয়।

(খ) মৃতব্যক্তির নিকট কিছু চাওয়া বা অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দো'আ করা শিরকে আকবার তথা বড় শিরক। কোন মুমিন যদি এ কাজ করে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ভাল-মন্দ দেওয়া, না দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি বলেন, وَاللهُ هُوَ السَّمِيْعُ '(হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত কর, যে তোমাদের অপকার ও উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। অথচ আল্লাহ সব শুনেন ও জানেন' (মায়েদাহ ৭৬)। আল্লাহর নবী (ছাঃ) নিজেই নিজের উপকার-অপকার করতে পারতেন না বলে কুরআনে প্রমাণ মিলে। সেখানে অন্যদের মাধ্যমে কি করে উপকার আশা করা যায়? আল্লাহ তা'আলা বলেন, أللهُ مَا شَاءَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ كَالهُ اللهُ كَالهُ اللهُ اللهُ كَالهُ كَاللهُ كَالهُ كَاللهُ كَاللهُ كَالهُ كَاللهُ كَالهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَالهُ كَاللهُ كَا



আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, أَقُلُ الْفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ لاَ يَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا (হে নবী!) বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা ভাল ও মন্দের মালিকও নয়' (রা'দ ১৬)। অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، مَاكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، مَا اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، مَا اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، مَا اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، مَا اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرً فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيْرً فَهُو عَلَا اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَ اللهُ بِضُرِّ فَلا اللهُ بِضُونَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ مُنْ فَلَا اللهُ الل

(গ) মৃতব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া বা কাউকে বান্দা নেওয়াজ, গরীবে নেওয়াজ, গাওছুল আযম (সর্বোচ্চ সহযোগিতাকারী) মনে করাও বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ الْوَيْلَ وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقاً وَاعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقاً وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ مِقْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ مِوْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ عِنْدُ وَاللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ الْقَيْلُونَ وَاللهِ الْقَلْمُ وَلَاللهِ الْمَوْنَ وَاللهِ الْمَوْفِقِ وَهُمْ عَنْ دُعُاتُهِمْ غَافِلُونَ وَاللهِ مَوْفَى وَالْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ غَافِلُونَ وَاللهِ الْمَوْفِقُ وَاللهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ غَافِلُونَ وَلَا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ غَافِلُونَ وَلَا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ غَافِلُونَ وَلَا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ غَافِلُونَ وَلَا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ غَافِلُونَ وَلَا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ عَالْهُ وَلَا لَهُ لِللهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ لَهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ لَهُ الْمُؤْلِقُ لَا لَهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ لَا لَهُ لِللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ لَلهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللهُ لَا لَهُ لَا لَاللهُ لِلْهُ لِلله

কোন কিছু চাইতে হ'লে কেবল আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اإِذَا سَأَلْتَ فَاسْلُوا اللهَ وَإِذَا اللهَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ 'যখন তুমি কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সাহায্য প্রার্থনা



## করবে তখন আল্লাহর কাছেই করবে'।[2]

সাহায্য চাওয়ার দু'টি অবস্থা হ'তে পারে। একটি 'দো'আ' অপরটি 'ইস্তিগাছা'। সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার নাম হচ্ছে 'দো'আ'। আর দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর কাছে দো'আ করার নাম হচ্ছে 'ইস্তিগাছা'। সুতরাং ইস্তিগাছা শব্দ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা এবং তাদের নামের সাথে 'গাওছুল আযম' ব্যবহার করা জায়েয নয়। এসব কেবল আল্লাহর জন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনিই দো'আকারীর ডাকে সাড়া দেন। তিনিই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।[3]

(घ) আল্লাহ ব্যতীত মৃত বা জীবিত কারো নামে মানত করা শিরক। গায়রুল্লাহর নামে মানত করলে এ মানত পূর্ণ করা যাবে না। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعُ اللهَ فَلاَ يَعْصِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

আনেকে কবরে মোমবাতি, তেল, আগরবাতি, টাকা-পয়সা, গরু-খাসি, মোরগ-মুরগী, কবুতর ইত্যাদি মানত করে। তারা মনে করে এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য হাছিল হবে, রোগমুক্তি হবে, হারানো ব্যক্তিকে ফিরে পাবে, মালের নিরাপত্তা লাভ হবে, নিঃসন্তানের সন্তান হবে ইত্যাদি। এসবই শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত। নবীগণ সবচেয়ে সম্মানী ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়া সত্যেও তাঁদের কবর সমূহে কোন নযরানা, মানত দেওয়া হয় না। এ ধরনের মানত, নযরানা তারা কবরবাসীর সম্মান ও বরকতের জন্যই করে থাকে এবং তাদের ধারণা এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হবে। যেমন মক্কার মুশরিকদের ধারণা ছিল। তারা বলত, الله زُلْفَى بُونَا إِلَى الله زُلْفَى نُونَا الله وَلَا يَعْنَلُهُمْ إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَى الله زُلْفَى الله وَلَا يَعْنَلُهُمْ وَلَا لِهُ وَلَا يَعْنَلُهُمْ وَلَا لِهُ وَلَا يَعْنَلُهُمْ وَلَا لِهُ وَلَا لَهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا كَاللهُ وَلَا لَا لَاللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا وَل

(७) যে স্থানে মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করে সে স্থানটি শিরকের নিদর্শনে পরিণত হয়। কারণ এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেব-দেবীর নৈকট্য লাভ করা এবং আল্লাহর সাথে শরীক করা। একারণেই যদি কোন মুসলমান আল্লাহকে সম্ভুষ্ট করার নিয়তেও উক্ত স্থানে পশু যবেহ করে, তবুও তা হবে মুশরিকদের অনুরূপ কাজ। মুশরিকদের দৃষ্টিতে তাদের পুণ্যময় স্থানের অংশীদার। মুশরিকদের কোন কাজের সাথে বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ মিল তাদের প্রতি আসক্তিরই নামান্তর।[7] মৃতব্যক্তির নামে কোন কিছু যবেহ করাও হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْر وَمَا أُهِلَّ لِغَيْر اللهِ بهِ 'তোমাদের জন্য হারাম করা



হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শৃকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়'। একটু পরেই বলেন, وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصِبُ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ 'যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয় (তাও হারাম)। এসব পাপ কাজ' (মায়েদাহ ৩)।

এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِتًا (اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ (ك) (لا مَنْ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ (عَلَى اللهُ مَنْ غَيَرَ مَنَارَ الأَرْضِ (عَلَى اللهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الأَرْضِ اللهُ مَنْ عَلَيْرَ مَنَارَ اللهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الأَرْضِ (عَلَى اللهُ مَنْ عَلَيْرَ مَنَارَ اللهُ مَنْ عَلَيْرَ مَنَارَ الأَرْضِ (عَلَى اللهُ مَنْ عَلَيْرَ مَنَارَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَلَيْرَ مَنَارَ الأَرْضِ (عَلَى اللهُ الل

উল্লিখিত বিষয় সমূহ সুস্পষ্ট রূপে শিরকে আকবর, যা থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা শিরকের ব্যাপারে বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ بُعِيْدًا إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَ أَبْعِيْدًا أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَ أَبْعِيْدًا أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَ أَبْعِيْدًا اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَ أَنْ يُشْرِكُ بِعِيْدًا اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلًا بَعِيْدًا اللهَ لاَ يَعْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ صَلًا اللهَ لاَ يَعْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بَعِيْدًا ضَالِهُ وَلَمْ مِنْ عَلَيْهِ وَلَيْعَالِمُ اللهَ اللهُ لاَ يَعْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِعِيْدًا ضَال اللهُ لاَ يَعْفِيدُ أَنْ يُشْرِكُ بَعِيْدًا لِمَا عَلَيْكُونَ مَنْ يُسْرِكُ بَعِيْدًا مَنْ مَا اللهُ لاَنْ يُسْرِكُ بَعِيْدًا لاَنْ يُسْرِقُونَ مِنْ اللهُ لَا لَا لَهُ مَا لاَنْ يُعْلِي اللهُ عَلَى اللهُ لِلْ لَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أَنْ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ निक्त र र वाल्लाहत नारथ क्षेत्र करत वाल्लाह वा जाना वात जन्म जाना वात जन्म जाना वात जन्म जाना वात जन्म वालिय र वात वात्र वात्र वाल्लाहत वाललाहत वाल्लाहत वाल्लाहत

ইবনে মাস'উদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا (যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[9]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

সাধ্বী উদাসীনা মুমিন নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা' [10]

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ لِبَيْا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ اللهِ وَمَا لَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِللهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الل

আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رَاكُبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ বলেছেন, اللهِ عَقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সমূহের কথা বলব না? ছাহাবীগণ বললেন, নিশ্চয়ই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, 'আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, পিতা–মাতার অবাধ্য হওয়া…'।[11]

مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَرْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَرْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَرْ لَقِي



نَوْيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি কোন শিরক করা ব্যতীত আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে (মৃত্যুবরণ করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শিরক করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[12] আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-কেও শিরক থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বললেন এভাবে, لَيُنْ أَشْرُكُتَ وَلَتَكُوْنَنَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল অবশ্যই বাতিল হয়ে যাবে এবং নিশ্তিত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (যুমার ৬৫)।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ تَرَكُتُهُ وَشِرْكُهُ وَشِرْكُهُ وَشِرْكُهُ مَرِى تَرَكُتُهُ وَشِرْكُهُ مَرِى تَرَكُتُهُ وَشِرْكُهُ مَرْمَدِي عَمْلِي تَرَكُتُهُ وَشِرْكُهُ مَرْمَدِي عَمْلِي تَرَكُتُهُ وَشِرْكُهُ مَرْمَدِي عَمْلِي تَرَكُتُهُ وَشِرْكُهُ مَرْمَدِي عَمْلِي مَعِيْ غَيْرِي تَرَكُتُهُ وَشِرْكُهُ مَرْمَدِي مَعْلَى عَمْلِي مَعْلَى عَمْلِي مَعْلِي مَعْلَى عَمْلِي مَعْلَى عَبْرِي تَرَكُتُهُ وَشِرْكُهُ مَرْمِي مَعْلَى عَمْلِي مَعْلَى مَعْلَى مُعْلَى عَمْلِي مَعْلَى عَمْلِي مَعْلَى عَمْلِي مَعْلَى عَمْلَ مَعْلَى عَمْلِي عَلَيْ مِنْ عَيْرِي تُرَكُنُهُ وَشِرْكُهُ وَشِرْكُهُ مَا عَلَى عَلَى مَعْلَى عَلَى مَعْلَى عَمْلِي عَلَى عَمْلِي مَعْلَى عَلَى مَا عَلَيْهِ مَعْلَى عَلَيْكُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَعْلَى عَلَيْكُ مُ عَلَى مَعْلَى عَلَى مَعْلَى عَلَى مَعْلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَعْلَى عَلَى مُعْلَى عَلَيْكُ مُ مَا عَلَى مَعْلِي عَلَيْكُ مَلِي عَلَى مَعْلَى عَلَيْكُ مَا عَلَى مُعْلَى عَلَى مَعْلَى عَلَيْكُ مَلِ

## ফুটনোট

- [1]. ওমর বিন খাত্মাব (রাঃ) বলেন, 'ত্মাগৃত অর্থ হ'ল শয়তান'। ইবনুল ক্লাইয়্যিম (রহঃ)-এর মতে, ইবাদত, অনুসরণ ও আনুগত্যের দিক দিয়ে মা'বৃদ (আল্লাহ)-কে ত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করা। ঐ জাতিকেও ত্মাগৃত বলা হয়, যারা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর বিধান ব্যতীত অন্যের তৈরী বিধান দ্বারা ফায়ছালা করে'। দ্রঃ ফাতহুল মাজীদ ১৯ পৃঃ।
- [2]. তিরমিয়ী হা/২৫১৬; ছহীহুল জামে হা/৭৯৫৭।
- [3]. তাওহীদের মর্মকথা পৃঃ ৭৩ (টীকা)।
- [4]. বুখারী হা/৬৬৯৬।
- [5]. ফাতহুল মাজীদ **১৩**৬ পৃঃ।
- [6]. আবূদাঊদ হা/৩৩১৫; ইবনু মাজাহ হা/২১৩০, সনদ ছহীহ।
- [7]. তাওহীদের মর্মকথা, ৬৬ পৃঃ টীকা দ্রঃ।
- [৪]. মুসলিম হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৪০৭০।
- [9]. বুখারী হা/88**৯**৭।
- [10]. বুখারী হা/৬৮৫৭; মুসলিম হা/৮৯।
- [11]. বুখারী হা/৬৯৭৬; মুসলিম হা/৮৭।
- [12]. মুসলিম হা/৯৩।
- [13]. মুসলিম হা/৭৬৬৬; মিশকাত হা/৫৩১৫।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3993

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন